[illegible] সংবাদ 36

তারিখ ... ২৭/৮/২০০০
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

আগামী বছর থেকে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন পাঠ্যসূচি অষ্টম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা

রাশেদ আহমেদ ॥ আগামী বছর থেকেই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন শুরু হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। শিক্ষার সব মাধ্যমের জন্যে নির্দেশিত অভিন্ন পাঠ্যসূচি, এসএসসি পরীক্ষা বিলোপ করে অষ্টম শ্রেণী-ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ২টি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান, ইংরেজি বিষয় বাধ্যতামূলক এবং কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে প্রণীত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গত সোমবার মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে গ্রেডিং সিস্টেমে। এছাড়া শিক্ষা অধ্যায়কে তিন স্তরে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

সোমবার মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের মাধ্যমে পাকিস্তান আমল ও স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছরে এই প্রথম একটি শিক্ষানীতি সরকার কর্তৃক গৃহীত হলো বলে শিক্ষা-মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। গত ৫০ বছরে ২২টি শিক্ষা কমিশন অথবা শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো কোনটি ছাত্র আন্দোলন আবার কোনটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে বাতিল হয়ে গেছে। নতুন এই শিক্ষানীতিতে সাধারণ স্কুল, মাদ্রাসা, কিন্ডার গার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যমে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষা মাধ্যমেই অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক রেখে অন্যান্য বিষয় পড়াতে হবে। শিক্ষা অধ্যয়ন তিনটি স্তরে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ স্তর) পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তর প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর এবং পরবর্তীতে উচ্চ স্তর

শিক্ষানীতি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

শিক্ষানীতি ঃ আগামী বছর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে। উচ্চ স্তরে কোর্সেরও নতুনভাবে বিন্যাস হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, নতুন শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুযায়ী আগামী বছর থেকে ফলাফল প্রকাশ হবে গ্রেডিং সিস্টেমে। পাঠ্যপুস্তক অনেকগুলো সংশোধন করা হয়েছে। এসএসসি পরীক্ষা বিলোপ ও তিন স্তর বিন্যাসে কয়েক বছর সময় লাগবে।

প্রাথমিক স্তর ঃ বর্তমানে চালু ৬ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্যে জন্ম নিবন্ধীকরণও বাধ্যতামূলক থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ৪০। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীশেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী সমাপ্তকারী সকল ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। অষ্টম শ্রেণীশেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে। অষ্টম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষা হবে জেলাভিত্তিক।

মাধ্যমিক স্তর ঃ বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পরিবর্তে নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, না হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইবতেদায়ী শেষ করে নবম শ্রেণীতে এবং আলেম শেষ করে যথাযথ বাছাই সাপেক্ষে ডিগ্রি পর্যায়ে ভর্তি হওয়া যাবে।

নতুন এই স্তর বিন্যাসের পর বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণী কক্ষ ও বিভিন্ন আসবাবপত্র এবং শিক্ষা সরঞ্জাম বৃদ্ধি হবে। দশম শ্রেণীশেষে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন নির্ধারিত হবে। এই পর্যায়ে অর্থাৎ দশম শ্রেণীশেষে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বাদশ শ্রেণীশেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এর নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। তবে সরকারের অনুমোদন নিয়ে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ও লেভেল এবং এ লেভেলসহ সমমানের বিদেশী পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে পারবে।

অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তির পর এক বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে বা স্বীকৃ[illegible] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক বছরের এ[illegible] প্রশিক্ষণ দিয়ে আধা দক্ষ [illegible]শিয়ান জনশক্তি তৈরি হওয়ার সু[illegible] থাকবে। এসএসসি সার্টিফিকেট পরীক্ষা বিলুপ্ত হলে যে সকল ডিপ্লোমা কোর্সের জন্যে এসএসসি পাস ন্যূনতম যোগ্যতা সেগুলোতে ভর্তির জন্যে ১০ম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট বিদ্যালয় থেকে নিয়ে নির্ধারিত ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন সাপেক্ষে ওই সকল ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ী ৫ বছর, দাখিল ৫ বছর, আলিম ২ বছর, ফাজিল ২ বছর ও কামিল ২ বছর মেয়াদি। একে পুনর্বিন্যাস করে অন্যান্য ধারার সাথে সমতা রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ী ৮ বছর এবং আলিম ৪ বছর করা হবে। ফাজিল ৩ বছর, কামিল ১ বছর মেয়াদি হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হবে।

ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি থাকবে নৈতিকতা শিক্ষা। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় শিক্ষা থাকবে।

উচ্চ স্তর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ বছরের সমন্বিত অনার্স ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। কলেজে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্দিষ্ট কলেজে ৪ বছর এবং অন্যান্য কলেজে ৪ ও ৩ বছর ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা বিষয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

বাস্তবায়ন ও ব্যয় ঃ নতুন শিক্ষানীতি ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে। এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, আসবাবপত্র ইত্যাদিতে এই অর্থ ব্যয় ধরা হয়েছে। এর মধ্যে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষজনিত হবে ১৪ হাজার ৬শ ৯০ কোটি টাকা।

নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী-বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষা খাত থেকে কোন বরাদ্দ দেয়া চলবে না। তবে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৫০ বছরে ২২টি শিক্ষানীতি ঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের ইতিহাসে এই প্রথম একটি জাতীয় শিক্ষানীতি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে কোন ছাত্র আন্দোলন হয়নি। গত ৫০ বছরে ২২টি শিক্ষা কমিশন অথবা শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু রিপোর্ট প্রকাশের পর কোন নীতিই সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার সুযোগ হয়নি। ওইগুলোর মধ্যে কোনটি ছাত্র আন্দোলনের চাপে বাতিল হয়েছে আবার কোনটি রাজনৈতিক পরিবর্তনে বাস্তবায়ন হতে পারেনি।

১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় গঠিত শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়িত হতে পারেনি রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে।

১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালে পরপর ২টি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল হয়ে যায় ছাত্র আন্দোলনের চাপে। ১৯৬২ সালে এসএম শরিফ কমিশনের রিপোর্ট ছিল। ১৯৬৪ সালে ছিল বিচারপতি হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট। ওই হামদুর রহমানকে দিয়েই '৭১ সালের যুদ্ধের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। যে রিপোর্ট নিয়ে বর্তমানে আলোড়ন হচ্ছে। ১৯৬৯ সালে নূর খান শিক্ষা কমিশন বাতিল হয়ে যায় রাজনৈতিক পরিবর্তনে। ১৯৭৪ সালে ড. কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন হতে পারেনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান '৭২ সালের ২৬শে জুলাই এই কমিশন গঠন করে দেন। '৭৪ সালের মে মাসে কমিশন রিপোর্ট দেয়। জিয়াউর রহমানের সরকারের আমলে ১৯৭৭ সালে কাজী জাফর আহমেদ শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে আরেকটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান আকস্মিকভাবে মন্ত্রিত্ব থেকে কাজী জাফরকে বহিষ্কার করায় এ রিপোর্টও গৃহীত হতে পারেনি। এরশাদের আমলে শিক্ষামন্ত্রী আবদুল মজিদ ১৯৮৪ সালের ১লা আগস্ট একটি নতুন শিক্ষানীতি চালুর চেষ্টা করেন। ছাত্র আন্দোলনে তা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৮৮ সালে এরশাদের গঠিত আরেকটি অধ্যাপক মফিজ কমিশন রিপোর্ট দিলে সরকারের গ্রহণের আগেই রাজনৈতিক পরিবর্তন হয় '৯০ সালে। ১৯৮৭ সালে এ কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ১৯৯১ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়ার আমলে কোন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়নি।

শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ১৯৯৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে শিক্ষা কমিশন গঠন করে দেন। ড. কুদরত-ই খুদা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে বলা হয় এ কমিশনকে। ওই বছর সেপ্টেম্বরে কমিশন রিপোর্ট দেয়। পরে এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫ সদস্যের একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে। এ কমিটিতে ছিলেন ড. নজরুল ইসলাম, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, আবদুল্লাহ ইউসুফ হারুন প্রমুখ। এ কমিটি '৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দেয়। গত সোমবার মন্ত্রিসভায় এ রিপোর্ট অনুমোদন হয়েছে। জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে এ রিপোর্ট নিয়ে সংসদে আলোচনা হবে। আগামী বছর থেকে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, আগামী বছর থেকে নতুন শিক্ষানীতির সুপারিশ গ্রেডিং সিস্টেমে ফলাফল প্রকাশিত হবে। এসএসসি পরীক্ষা বিলোপ, প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত ও মাধ্যমিক স্তর দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করা কয়েক বছর পর